ইভ টিজিং এবং সিমি রুমিদের মৃত্যুর মিছিল

ফারজানা মাহবুবা

এবার আরেকজন।
হ্যা, আরেকটি মেয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিল বখাটেদের অত্যাচারে। নড়াইলের লোহাগড়ার এইচএসসি পরীক্ষার্থী নাজমুন নাহার বুঝে গিয়েছিল বখাটেদের অত্যাচারের মুখে কেউ তার পাশে এসে দাড়াবে না। উল্টো তার পরিবারকেই হয়তো বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হবে। তাই সে শেষ পর্যন্ত বেছে নিল কীটনাশকের বোতল। সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নিজেই চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল। (যাযাদি ২৬-০১-০৮)
কিন্তু তাতে কি এক ফোটা কমবে এ সমস্যা? প্রথম এ ধরনের আলোচিত মৃত্যুর শুরু সিমিকে দিয়ে। এর আগেও এ ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে। কিন্তু ব্যাপকতা মানুষ জানলো সিমির আত্মহত্যার পর। ২০০১ সালের ২৩ ডিসেম্বর সমাজের ওপর তীব্র অভিমানে নিজের ঘরেই নাজমুন নাহারের মতো কীটনাশক পান করে চলে যায় সিমি। অথচ সে মাকে বলেছিল– একদিন শিল্পী জয়নুল আবেদিনকেও ছাড়িয়ে যাবে তার আর্ট। আকাশভরা স্বপ্ন নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী সিমি 'মেয়েমানুষ' না হয়ে 'মানুষ' হয়ে দাড়াতে চেয়েছিল। মাকে আরো বলেছিল, 'মা আমার কমপক্ষে ১২০ বছর বাচতে হবে।' মা বলেছিল, 'এতো বছর বেচে কি করবি রে বোকা?' সিমি উত্তর দিয়েছিল, 'আহা মা, এতো কাজ! এতো কিছু করার আছে, উহু ১২০ বছরেও হবে না!'

মা হেসেছিল মেয়ের কথা শুনে।
কিন্তু মায়ের হাসিকে মুছে দিয়ে মাত্র ২২ বছরেই জীবনের সব কাজ ফেলে ছুটি নিয়ে চলে গেছে সিমি।
সিমির পরও কিন্তু থেমে থাকেনি।
চলতেই থাকে বাংলাদেশের এখানে ওখানে বখাটেদের অত্যাচারে মেয়েদের আত্মহত্যার ঘটনা। কিছু নিউজ হয়, কিছু হয় না। মানুষ এক ধরনের অভ্যস্ত হয়ে যায় যেন। হঠাৎ আবার সবাইকে নাড়া দেয় রুমি। স্কুলছাত্রী রুমির ফুটফুটে চেহারা যেন পত্রিকার পাতা ভরিয়ে দিচ্ছিল স্নিগ্ধ হাসিতে। কিন্তু তার আগের দিনই সে হাসি নিভিয়ে দিয়েছে পাড়ার বখাটেরা। প্রতিদিন স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে রুমিকে টিজ করতো ওরা। ভয়ে কেউ কিছু বলে না ওদের। ওরা স্থানীয় পাড়ার ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের ছেলে। রুমি তাই নিজেই সিটিয়ে থাকে ভয়ে। ওদের সাহস বাড়তে বাড়তে রাস্তা থেকে চলে আসে রুমিদের বাসায়। দরজা ভেঙে উঠিয়ে নিয়ে যেতে চায় রুমিকে। রুমি দৌড়ে নিজের রুমে গিয়ে দরজায় লক লাগিয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। দরজা খুলে তাকে বের করে আনতে আনতেই সব শেষ!
ওরা কেন চলে যায়?

সিমি, রুমি, নাজমুন্নাহারের এ মৃত্যুর মিছিলে নামের সংখ্যা কম নয়। তারা চলে গিয়েছে। কিন্তু পেছনে রেখে গিয়েছে বিশাল এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন। কতোটা অসহায় বোধ করলে একটা মেয়ে এভাবে নিজের ওপর, পরিবারের ওপর, সমাজের ওপর এবং জীবনের ওপর অভিমানে নিজেই চলে যায় চিরতরে? কতোটা দুঃখ পেলে তারা নির্দ্বিধায় গলায় ঢেলে দেয় কীটনাশক? আত্মহত্যার ঠিক আগের মুহূর্তে লিখে গিয়েছিল সিমি, '... যাদের নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। একজন মেয়েকে রাস্তায় ফেলে রেপ করার চাইতেও নির্মম। এ অপমান সহ্য করে আমার পক্ষে তাই বেচে থাকা সম্ভব হলো না...।' আর আত্মহত্যার ঠিক আগের মুহূর্তে রুমি দেখেছে পৃথিবীর একটা মানুষও তাকে বাচাতে এগিয়ে আসেনি। সে তার নিজের ঘরে নিজের জন্মদাত্রীর আচলের নিচে নিরাপদ নয়।
তারা কারা যারা এ মৃত্যু মিছিলের জন্য দায়ী?
এসব বখাটে ছেলে কিন্তু বাইরের কেউ নয়। তারা আমাদের পরিবারেরই সদস্য। হতে পারে আপনার সামনে আপাতভদ্র আপনার ছেলে/ভাইটিই রাস্তায় একটা মেয়ে দেখলে শিস দিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করছে, খারাপ কমেন্ট করছে বা তার চেয়েও বেশি কিছু। আপনি কতোটুকু জানেন আপনার ছেলেকে? কতোটুকু চেনেন আপনার ভাইকে?
আমাদের তাই গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে– কেন ঘটছে এসব?
নৈতিকতা-বিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতি এবং পারিবারিক মূল্যবোধের অভাবই মূলত একটা ছেলেকে বখাটে বানাতে সাহায্য করে। যে ছেলে সার্টিফিকেটের ভারে নুয়ে পড়ে, কিন্তু মোরাল ভ্যালু তার মধ্যে নেই, সে শিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু সে মানুষ নয়। মানবিকতার গুণাবলী তার মধ্যে গড়ে ওঠে না। আর এসব অমানুষই পারে একটা মেয়েকে দিন দিন অমানবিক মানসিক অত্যাচার করে ভেঙে ফেলতে।
আমাদের পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা চাইতে গেলে উল্টো মেয়ের পরিবারই হয়রানির শিকার হয়, যেমনটা হয়েছে সিমির পরিবার। পুলিশ তখন উল্টো বখাটেদের অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে মেয়ের পরিবারকে শাসিয়ে যায়। আমাদের পরিবারগুলো আস্তে আস্তে যেন পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে হাজার মাইল দূরে চলে যাচ্ছে। এই কয় বছর আগেও

মা ছিলেন সন্তানের মাথার ওপর বটগাছের মতো। তাদের যেন নিজস্ব কোনো জীবনই ছিল না সন্তান এবং পরিবার ছাড়া। সময় বদলেছে। বদলেছেন আমাদের মায়েরাও। পরিবর্তন খারাপ কিছু নয়, কিন্তু ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তাই আপনার যতো কাজই থাকুক, আপনার সন্তানকে সময় দিন। আপনার সন্তানের প্রথম বন্ধু হোন আপনি। দেখুন আপনার সন্তানের বন্ধু কারা। তাকে সৎ বন্ধু বাছাই করতে সাহায্য করুন।

সিমি, রুমি আর নাজমুন্নাহার আমাদেরই বোন বা মেয়ে। আজ তারা চলে গিয়েছে। কাল আপনার নিজের মেয়ে বা বোন যাবে। তাই এখনি ঠিক করে নিন সিমিদের মৃত্যুর মিছিলকে এখানেই থামিয়ে দিতে আপনার করণীয় কি।